বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

ব্লাস্ট একটি আইনগত সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও সারা দেশ এর মোট ২১ টি জেলার মাধ্যমে ব্লাস্ট এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্লাস্ট জনগণের আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য গ্রাম আদালত থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত প্রতিটি আদালতে মামলা পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটি সাধারনত পারিবারিক, দেওয়ানী, ভূমির মালিকানা এবং সংবিধান বিষয়ক ইস্যুগুলো নিয়ে আইনী পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকে।

এর পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, জনস্বার্থে মামলা পরিচালনা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আইনগত সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে ব্লাস্ট নারী অধিকার, প্রতিবন্ধী অধিকার, শ্রমিক অধিকার, শিশু অধিকার, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধিকার, বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন

www.blast.org.bd

“সবার জানা দরকার বাল্যবিয়ের আইনী প্রতিকার”

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে হেল্পলাইন

ব্লাস্ট হেল্পলাইন
০১৭১৫ ২২০ ২২০

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ন্যাশনাল হেল্পলাইন
১০৯

জাতীয় জরুরী সেবা
৯৯৯

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ হটলাইন
১০৯৮

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা হটলাইন
১৬৪৩০

BLASTBangladesh

www.blast.org.bd

গড়ে তুলি প্রতিরোধ বাল্যবিয়ে বন্ধ হোক

30 blast ব্লাস্ট

GLOBAL INNOVATION FUND

প্রেক্ষাপট

বিশ্বের সর্বোচ্চ বাল্যবিয়ে হারের বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দশটি দেশের মধ্যে। বাল্যবিয়ে মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশে রয়েছে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭। এই আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী নারী এবং ২১ বছরের কম বয়সী পুরুষের বিয়ে শাস্তিযোগ্য। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি ইঙ্গিত করে যে প্রায় ৫১% নারীর ১৮ বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই বিয়ে হয়ে যায়।

ইউনিসেফ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫০% নারী যারা এখন ২০ বছর বয়সী তাদের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, এবং ১৮% নারীর বিয়ে হয়েছে ১৫ বছর পূর্ন হবার পূর্বে। এমনকি ৪% পুরুষের বাল্যবিয়ে হয়ে যায় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই। ইউনিসেফ এর সেপ্টেম্বর, ২০১৪ এর হিসাব অনুযায়ী ১৫৬ মিলিয়ন ছেলে বাল্যবিয়ের শিকার।
ইউএনএফপিএ'র তথ্য মতে কোভিড মহামারীর ফলস্বরূপ ২০৩০ এর মধ্যে আরো ১.৩ কোটি নারীর বাল্যবিয়ে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘটতে দেখলে বাল্য বিয়ে
কল করো হেল্পলাইনে ১০৯

সেইফ পাস প্রকল্প পরিচিতি

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ও কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ বাস্তবায়নে গ্লোবাল ইনোভেশন ফান্ড এর আর্থিক সহায়তায় সেইফ পাস নামে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়তি হচ্ছে। প্রকল্পটি দিনাজপুর, ঢাকা, খুলনা এবং পটুয়াখালীতে জেলা শহরের বয়ঃসন্ধি কালীন মেয়ে শিশু, কিশোর ও তরুণ নারীদের লক্ষ করে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ৫০ টি কিশোর-কিশোরী দল গঠন করা হবে প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রধান অংশ হচ্ছে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং তা থেকে উত্তোরণের উপায়সমূহ চিহ্নিত করা। একটি নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে, দ্রুততম সময়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে ও ভুক্তভুগীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে করণীয় বিষয় নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেই সাথে কিশোর ও কিশোরী কমিউনিটি ভিত্তিক প্যারালিগ্যাল ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গুলো বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে কিশোর-কিশোরী দলের সংযোগ স্থাপন ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রকল্প কাজ করবে।

কাজী যদি দেয় বাল্যবিয়ে
লাইসেন্স তার বাতিল হবে

> **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী বাল্যবিয়ে যিনি করবেন, বাল্যবিয়ে যিনি দিবেন, এবং তাদের সহযোগী-তিন পক্ষ'র জন্যই সাজার বিধান রয়েছে**

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিতে যারা থাকবেন

- জাতীয়, জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
- বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা
- স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি

লিখিত বা মৌখিক আবেদনের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে পারবেন যারা

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
- উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
- উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
- থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি